বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদন

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
(এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড)

অর্থ বছর ঃ ২০০৬-২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

সূচীপত্র ঃ

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	প্রথম অধ্যায়	১-৬
	অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৫
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৫
	অডিটের সুপারিশ	৫
৪	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-২৩
৫	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফ্যাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফ্যাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ২২-১০-১৪১৬ বাং
০৪-০২-২০১০ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
আহমেদ আতাউল হাকিম
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
অব বাংলাদেশ।

মহাপরিচালকের বক্তব্য

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড এর ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোন মতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙ্খলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থ্যাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখ ঃ ২৬/০১/২০১০ খ্রিঃ খ্রিঃ, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত

এ কে এম জসীম উদ্দিন
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ঃ

অনুঃ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	অতিরিক্ত জনবলের বেতন ভাতা পরিশোধ বাবদ অনিয়মিত ব্যয়।	৬,৮৬,২৮,১৪৬/-
২	প্রতিষ্ঠানের নামে অনিয়মিত মোবাইল সেট ক্রয় ও সংযোগ প্রদান এবং বিল পরিশোধ করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি।	২৩,৮৫,৫০৯/-
৩	পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন ব্যতীত সাবেক ইঞ্জিনিয়ারিং এডভাইজারকে সম্মানী ভাতা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি।	৪,৫৯,২০০/-
৪	পিপি আর - ২০০৩ অনুসরণ না করে মালামাল ক্রয় করায় গুরুতর অনিয়ম ও আর্থিক ক্ষতি।	৮,২৪,২৭,০৪৬/-
৫	টেন্ডার আহবান না করে রিপিট অর্ডারের মাধ্যমে মালামাল ক্রয় করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি।	৩৯,৪৬,৩২০/-
৬	ঔষধের কাঁচামাল একই প্রতিষ্ঠান থেকে টেন্ডার ব্যতীত ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৩৬,৪৫,৭৮০/-
৭	সরবরাহকারী পার্টি কর্তৃক ৬৮২৭.৪০৫ কেজি মালামাল কম সরবরাহ করা সত্ত্বেও পূর্ণ মালের বিল পরিশোধ করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি।	৬০,৭২,৯৪১/-
৮	অনিয়মিতভাবে কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদেরকে উৎসাহ বোনাস প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি।	৯২,৪৩,৬০২/-
৯	সিএন্ডএফ এজেন্টের কমিশন হতে সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২,০০,৯৩৭/-
১০	কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিকদেরকে অতিরিক্ত হারে বাড়ী ভাড়া ভাতা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি।	১৩,৩৯,১২৭/-
১১	প্রাধিকার বহির্ভূত কর্মকর্তাদের ডমেস্টিক এইড এলাউন্স প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি।	৪,১৭,৭০০/-
১২	বিধিবহির্ভূতভাবে কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদেরকে সিটি এলাউন্স প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি।	১০,৩১,৬৬২/-
১৩	ইফতার অনুষ্ঠানের নামে ড্যাবকে অনিয়মিতভাবে চাঁদা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি।	১,৫০,০০০/-
১৪	কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদেরকে ইফতারের নামে আর্থিক সুবিধা প্রদান করায় ক্ষতি।	১২,২১,০৯০/-
১৫	উৎপাদনের তুলনায় জনবলের বেতন ভাতা ওভার হেড খরচ অধিক হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি।	২,৮১,৮৭,৫৫৪/-
	সর্বমোট	**২০,৯৩,৫৬,৬১৪/-**

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা বছর ঃ

- ২০০৬-০৭ ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ঃ

- এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- বিশেষ নিরীক্ষা

নিরীক্ষার সময় ঃ

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিত সময়ে অডিট করা হয়।

- ৩০-০৯-২০০৭ খ্রিঃ হতে ১৯-১২-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান এবং সরকার ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত আদেশ, নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা।
- বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত না রাখা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান এবং সরকার ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা ইত্যাদি যথাযথভাবে অনুসরণ করা আবশ্যক।
- প্রাপ্ত বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত রাখা আবশ্যক।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ-১।

শিরোনাম ঃ অতিরিক্ত জনবলের বেতন ভাতা পরিশোধ বাবদ অনিয়মিত ব্যয় ৬,৮৬,২৮,১৪৬/- টাকা ।

বিবরণঃ

এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিঃ, তেজগাঁও, ঢাকা ও বগুড়া এর ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের বিশেষ নিরীক্ষাকালে বেতন বিল ও ২০০১ সনের অর্গানোগ্রাম (সর্বশেষ) পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- ঢাকায় অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী কর্মকর্তার পদ রয়েছে ১৩৬টি, কর্মচারী ১৪৩টি এবং শ্রমিক ৩৯২টি। কিন্তু ৩০-৬-২০০৭ খ্রিঃ তারিখের হিসাব অনুযায়ী কর্মরত ছিল কর্মকর্তা ১৯৫ জন, কর্মচারী ২২৪ জন এবং শ্রমিক ৫০৯ জন অর্থাৎ অতিরিক্তি কর্মকর্তা ৫৯ জন, কর্মচারী-৮১ জন এবং শ্রমিক ১১৭ জন। এই অতিরিক্ত জনবলের বেতন ভাতা বাবদ ৪,০১,৮১৫,৪৬/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বগুড়া অফিসে সেট আপ মোতাবেক কর্মকর্তার পদ রয়েছে ৫২টি, কর্মচারী-১৭৩টি, শ্রমিক ১১৬টি। কিন্তু আলোচ্য সালে কর্মরত কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল ৮৭ জন, কর্মচারী ১৬৬ জন এবং শ্রমিক ৪১২ জন। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত কর্মকর্তা ৩৫ জন ও কর্মচারী ২৯৬ জনকে বেতন ভাতাদি বাবদ ২,৮৪,৪৬,৬০০.০০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধসহ মোট ৬,৮৬,২৮,১৪৬.০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে যা নিয়ম মোতাবেক হয়নি। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ক ১-৫" এ দেখানো হলো)।
- অনুমোদিত সেট আপ (Organogram) মোতাবেক জনবল নিয়োগের বিধান রয়েছে। এক্ষেত্রে অনুমোদিত সেটআপ (Organogram) ও নিয়োগ নীতি অনুসৃত হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- কর্তৃপক্ষ জবাবে জানান যে, সেটআপের অতিরিক্ত জনবল বিভিন্ন সময়ে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে উহা হ্রাস করে সেটআপের আওতায় আনা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ অনুমোদিত সেটআপের অতিরিক্ত জনবল নিয়োগের বিধান নেই।
- উক্ত ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৬-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২০-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারী পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক অতিরিক্ত জনবলের বিপরীতে পরিশোধিত টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২।

শিরোনাম ঃ প্রতিষ্ঠানের নামে অনিয়মিতভাবে মোবাইল সেট ক্রয়, সংযোগ প্রদান এবং বিল পরিশোধ বাবদ প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ২৩,৮৫,৫০৯/- টাকা।

বিবরণঃ

এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিঃ, তেজগাঁও, ঢাকা এর ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের বিশেষ নিরীক্ষাকালে জার্নাল ভাউচার, লেজার ও রেজিষ্টার পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- প্রতিষ্ঠানের টেলিফোন ও মোবাইল ফোন ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা নেই এবং মোবাইল ফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা এবং বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। কোন প্রকার নীতিমালা অনুসরণ না করে ৩১/৩/০২ হইতে ৩১/১/২০০৬ তারিখের মধ্যে মোট ২৬টি মোবাইল সেট ক্রয় ও সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। ফলে অনিয়মিতভাবে মোবাইল সেট ক্রয় ও সংযোগ প্রদান করায় উল্লিখিত ক্ষতি হয়েছে। কোন প্রকার নীতিমালা না থাকা সত্ত্বেও গত ৩১-০৩-২০০২ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১-০১-২০০৬ তারিখ পর্যন্ত সময়ে কোন প্রকার প্রাপ্যতা নির্ধারণ না করে অনিয়মিতভাবে ৪,০৯,৯১৪/- টাকা ব্যয়ে ২৬টি মোবাইল সেট ক্রয় ও সংযোগ প্রদান করা হয়। উক্ত মোবাইল সেট ব্যবহারকারী সম্পর্কে কোন তথ্য প্রতিষ্ঠান দিতে পারেনি। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " খ-১ " এ দেখানো হলো)।

- পক্ষান্তরে মোবাইল সংযোগের ব্যবহারকারী সম্পর্কে কোন তথ্য না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে মোবাইল ফোনের বিল পরিশোধ বাবদ ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে ১৯,৪২,০৯৫/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " খ-২ " এ দেখানো হলো)।

- তাছাড়া সিবিএ এর নামে ০৩ জন কর্মচারীকে মোবাইল ফোনের বিল বাবদ অনিয়মিতভাবে ৩৩,৫০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।(বিস্তারিত পরিশিষ্ট- " খ-৩ " এ দেখানো হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- কোম্পানীর উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম বৃদ্ধি, কোম্পানীর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন, সিবিএ এর সংগে সুসম্পর্ক রক্ষা ইত্যাদির জন্য কোম্পানীর আর্টিকেল অব এসোসিয়েশনের ৭৪ ধারা মোতাবেক এম ডি তার নিজ ক্ষমতাবলে উক্ত মোবাইল সেট ক্রয় এবং বিল পরিশোধ করেছেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- কোম্পানীর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বাস্তবতার আলোকে মোবাইল ফোন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে প্রাপ্যতা ও বিল পরিশোধের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণপূর্বক মোবাইল সেট ক্রয়, সংযোগ প্রদান এবং বিল পরিশোধ করা উচিত ছিল। যেহেতু তাদের নিজস্ব কোন নীতিমালা ছিলনা সেক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা পালন করা উচিত ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে যেহেতু কোনটাই করা হয়নি তাই স্থানীয় অফিসের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

- উক্ত ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৬-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২০-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারী পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উল্লেখিত অনিয়মের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক মোবাইল ফোন বাবদ উক্ত অনিয়মিত ব্যয়ের অর্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ৩।

শিরোনাম ঃ পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন ব্যতীত সাবেক ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যাডভাইজারকে সম্মানী ভাতা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ৪,৫৯,২০০/- টাকা।

বিবরণঃ

এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিঃ, তেজগাঁও, ঢাকা এর ২০০৬-০৭ সালের নিরীক্ষাকালে ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যাডভাইজার নিয়োগ সংক্রান্ত নথি, লেজার, বিল ভাউচার পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয যে,

- পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন ব্যতীত সাবেক ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যাডভাইজার জনাব মোঃ আজিজুর রহমানকে সম্মানী ভাতা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ৪,৫৯,২০০/- টাকা।(বিস্তারিত পরিশিষ্ট- "গ" এ দেখানো হলো)।
- পর্ষদের অনুমোদনক্রমে ৩১শে ডিসেম্বর /২০০৫ সাল পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যাডভাইজারকে নিয়োগ প্রদান করা হয়।
- পরবর্তীতে পর্ষদের অনুমোদন ব্যতীত এপ্রিল/০৭ পর্যন্ত কর্মস্থলে বহাল থেকে সম্মানী গ্রহণ করায় ৪,৫৯,২০০/- টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নির্দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যাডভাইজার কর্মস্থলে বহাল ছিলেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন ব্যতীত সংশ্লিষ্ট এ্যাডভাইজারকে বহাল রাখা এবং সম্মানী প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়েছে।
- উক্ত ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৬-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২০-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারী পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- পর্ষদের অনুমোদন ব্যতীত প্রদানকৃত সম্মানীর সমুদয় অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-৪।

শিরোনাম ঃ পিপি আর-২০০৩ অনুসরণ না করে ৮,২৪,২৭,০৪৬ টাকার মালামাল ক্রয় করায় গুরুতর অনিয়ম ও আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিঃ, তেজগাঁও, ঢাকা এর ২০০৬-০৭ সালের বিশেষ নিরীক্ষাকালে ক্রয় রেজিষ্টার, ক্রয় নথি ও এম আর আর পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- জনাব হারুন-আল-রশিদ,ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক পিপিআর-২০০৩ অনুসরণ না করে ৮,২৪,২৭,০৪৫ টাকার মালামাল ক্রয় করায় আর্থিক অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য পিপিআর-২০০৩ অনুসরণ বাধ্যতামূলক হলেও তা অনুসরণ না করে বিসিআইসি'র Purchase Manual অনুসরণ করে ক্রয় কমিটি-১ এবং ক্রয় কমিটি-২ এর মাধ্যমে যাবতীয় ক্রয় সম্পাদন করে যা আর্থিক বিধিমালার সরাসরি লংঘন। উল্লেখ্য যে, বিপুল সংখ্যক কার্যাদেশের মাধ্যমে ৮,২৪,২৭,০৪৫ টাকার মালামাল ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত কার্যাদেশগুলো বিশ্লেষণপূর্বক প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ ক্রয় টেন্ডার ব্যতিরেকে অনিয়মিতভাবে অফার, রিপিট অর্ডার এবং সরাসরি ক্রয় সম্পন্ন করা হয়েছে।
- পিপিআর-২০০৩ অনুসরণ ব্যতিরেকে দরপত্র গ্রহণ এবং প্রদত্ত ক্রয়াদেশের বিপরীতে সরবরাহকৃত মালামালের বিল প্রদান ও ক্রয়াদেশ অনুযায়ী অসরবরাহকৃত ২,৯০,৬১,৬৪৮ টাকার মালামাল গ্রহণ ও বিল প্রদানের অনুমোদন চেয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের মতামত চাওয়া হলে সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট মতামত প্রদান করেন যে, চাহিত ৮,২৪,২৭,০৪৫ টাকার ক্রয়াদেশের অনুমোদন সিপিটিইউ'র এখতিয়ারভুক্ত নয় এবং পিপিআর-২০০৩ অনুসরণ না করে উক্ত ক্রয় সম্পন্ন করা সঠিক হয়নি। এ ধরণের সকল ক্রয় কার্যে পিপিআর-২০০৩ অনুসরণ করতে হবে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- জবাবে জানানো হয় যে, প্রতিষ্ঠানটির পূর্বের ক্রয়ের প্রক্রিয়া অনুযায়ী ব্যবহারকারী বিভাগের রিকুইজিশন এর মাধ্যমে ক্রয় কমিটি কর্তৃক ক্রয় কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিঃ সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন একটি কোম্পানী। সরকারি নিয়ম মোতাবেক পিপিআর-২০০৩ অনুসরণযোগ্য। উক্ত পিপিআর অনুসরন না করে ক্রয় টেন্ডার ব্যতিরেকে অনিয়মিতভাবে অফার, রিপিট অর্ডার এবং সরাসরি সম্পন্ন করা হয়েছে।
- উক্ত ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৬-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২০-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারী পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-৫।

শিরোনাম ঃ টেন্ডার আহবান না করে রিপিট অর্ডারের মাধ্যমে ৩৯,৪৬,৩২০ টাকার কাঁচামাল ক্রয় করায় আর্থিক অনিয়ম।

বিবরণঃ

এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিঃ, তেজগাঁও, ঢাকা এর ২০০৬-০৭ সালের বিশেষ নিরীক্ষাকালে ক্রয় রেজিষ্টার, নথি ও বিল ভাউচার হতে পরিলক্ষিত হয় যে,

- বিধি বহির্ভূতভাবে একই সরবরাহকারীর নিকট থেকে রিপিট অর্ডারের মাধ্যমে কাঁচামাল ক্রয় করায় ৩৯,৪৬,৩২০ টাকার আর্থিক অনিয়ম। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঘ" এ দেখানো হলো)।

- ইডিসিএল ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড ক্রয় করার জন্য ২৪/৭/২০০৫ খ্রিঃ এবং ২৩/৮/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে দি বাংলাদেশ অবজারভার এবং দি ডেইলী ষ্টার পত্রিকায় দরপত্র আহবান করে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা মেসার্স ফুজি কাইসি কোং লিঃ, জাপান এর নিকট হতে ১৭০০০ কেজি ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড আমদানীর সুপারিশ করেন। সে মোতাবেক কার্যাদেশ প্রদান করে উল্লিখিত পরিমাণ কাঁচামাল ক্রয় করা হয়। পরবর্তীতে কোন টেন্ডার আহবান না করে একই সরবরাহকারীর নিকট হতে রিপিট অর্ডারের মাধ্যমে ১৭০০০ কেজি ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড ক্রয় করা হয় যার মূল্য মার্কিন ডলারে ২৫,৯৯৩ এবং বাংলাদেশী (২৫,৯৯৩ x ৬৫.৫৫) = ১৭,০৩,৮৪১ টাকা।

- প্রোপাইলিন গ্লাইকল ক্রয় করার জন্য ০৫/০৪/২০০৫ খ্রিঃ এবং ১৫/০৫/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে দি বাংলাদেশ অবজারভার এবং দি ডেইলী ষ্টার পত্রিকায় দরপত্র আহবান করে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি একক দরদাতা মেসার্স ফুজি কাইসি কোং লিঃ, জাপান এর নিকট হতে ১১৯৭০ কেজি প্রোপাইলিন গ্লাইকল আমদানীর সুপারিশ করেন। সে মোতাবেক কার্যাদেশ প্রদান করে উল্লিখিত পরিমাণ কাঁচামাল ক্রয় করা হয়। পরবর্তীতে কোন টেন্ডার আহবান না করে একই সরবরাহকারীর নিকট হতে রিপিট অর্ডারের মাধ্যমে ১১৯৭০ কেজি প্রোপাইলিন গ্লাইকল ক্রয় করা হয় যার মূল্য মার্কিন ডলারে ২৯,৩২৬.৫০ এবং বাংলাদেশী (২৯,৩২৬.৫ x ৬৯.৮০) = ২০,৪৭,০০৪ টাকা।

- অনুরুপভাবে পিউরিফাইড ট্যালকম বিপি'২০০০ ক্রয় করার জন্য ১৪/০৮/২০০৬ খ্রিঃ এবং ২১/০৯/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে দি বাংলাদেশ অবজারভার এবং দি ডেইলী ষ্টার পত্রিকায় দরপত্র আহবান করে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি একক দরদাতা মেসার্স ফুজি কাইসি কোং লিঃ, জাপান এর নিকট হতে ২০১০ কেজি পিউরিফাইড ট্যালকম আমদানীর সুপারিশ করেন। সে মোতাবেক কার্যাদেশ প্রদান করে উল্লিখিত পরিমাণ কাঁচামাল ক্রয় করা হয়। পরবর্তীতে কোন টেন্ডার আহবান না করে একই সরবরাহকারীর নিকট হতে রিপিট অর্ডারের মাধ্যমে ২০১০ কেজি পিউরিফাইড ট্যালকম ক্রয় করা হয় যার মূল্য মার্কিন ডলারে ২,৯১৪.৫০ এবং বাংলাদেশী (২,৯১৪.৫০ x ৬৭.০৭) = ১,৯৫,৪৭৫ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- জবাবে জানানো হয় যে, আলোচ্য কার্যক্রমের অনুমোদিত কোন ক্রয় নীতিমালা নেই বিধায় রিপিট অর্ডারে ক্রয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নহে। দরপত্র আহবান ব্যতিরেকে রিপিট অর্ডারের মাধ্যমে একই সরবরাহকারীর নিকট থেকে উচ্চ মূল্যে মালামাল ক্রয়ে আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষতি হয়েছে। তা ছাড়া প্রতিষ্ঠানের যেহেতু নিজস্ব ক্রয়নীতিমালা নেই সেক্ষেত্রে ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি সাধারণ নিয়মনীতি অনুসরণ করা যেত। এক্ষেত্রে কোন নিয়মনীতি অনুসরণ করা হয়নি।
- উক্ত ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৬-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২০-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারী পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-৬।

শিরোনাম ঃ ঔষধের কাঁচামাল একই প্রতিষ্ঠান থেকে টেন্ডার ব্যতীত ক্রয় করায় আর্থিক ক্ষতি ৩৬,৪৫,৭৮০ টাকা।

বিবরণঃ

এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিঃ, তেজগাঁও, ঢাকা এর ২০০৬-০৭ সালের বিশেষ নিরীক্ষাকালে Purchase Register, Tender file, যোগাযোগ নথি এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- টেন্ডার ব্যতীত মেসার্স হিরণ অরগোকেম লিঃ, ইন্ডিয়া এর নিকট থেকে তিন বার একই ধরনের কাঁচামাল ক্রয় করায় প্রতিষ্ঠানের ৩৬,৪৫,৭৮০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-"ঙ" এ দেখানো হলো)।

- আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি সিপ্রোফ্লক্সাসিন হাইড্রোক্লোরাইড আমদানীর জন্য টেন্ডার আহবান করায় ৬টি প্রতিষ্ঠান দরপত্রে অংশ গ্রহণ করে। ZHEJIANG HUAYI PHARMA CO. LTD. CHINA প্রতি কেজি ৩২.৭০ মার্কিন ডলারে দর উদ্ধৃত করে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা বিবেচিত হয়। পক্ষান্তরে মেসার্স হিরণ অরগোকেম লিঃ, ইন্ডিয়া ২য় সর্বনিম্ন দরদাতা হওয়া সত্বেও কার্যাদেশ প্রাপ্ত হয় এবং স্থানীয় প্রতিনিধি মেসার্স দি কেমিক্যালস এর মাধ্যমে প্রতি কেজি ৩৪ মার্কিন ডলার মূল্যে ২০০০ কেজি কাঁচামাল সরবরাহ করে। একই কাচাঁমাল ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বার ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন টেন্ডার আহবান করা হয়নি। প্রতিক্ষেত্রে ২০০০ কেজি কাঁচামাল প্রতি কেজি ৩৪ মার্কিন ডলার মূল্যে আলোচ্য প্রতিষ্ঠান (মেসার্স হিরণ অরগোকেম লিঃ, ইন্ডিয়া) এর নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয়।

- পরবর্তীতে ৫ম ক্রয়ের ক্ষেত্রে পুনরায় টেন্ডার আহবান করা হলে পূর্বে কাঁচামাল সরবরাহকারী মেসার্স হিরণ অরগোকেম লিঃ, ইন্ডিয়া দরপত্রে অংশ গ্রহণ করে এবং ৬ষ্ঠ সর্বনিম্ন দরদাতা হওয়া সত্বেও প্রতি কেজি ২৫ মার্কিন ডলার মূল্যে ২০০০ কেজি কাঁচামাল সরবরাহের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান কার্যাদেশ প্রাপ্ত হয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ক্রয়ে মোট ৬০০০ কেজি কাঁচামালের প্রতি কেজিতে (৩৪-২৫) = ৯ মার্কিন ডলার হিসেবে (৯×৬০০০× ৬৭.৭) = ৩৬,২১,৭৮০ টাকা ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া টেন্ডার সিডিউলের মূল্য এবং কমিশন সহ মোট ক্ষতির পরিমাণ (৩৬,২১,৭৮০+২৪,০০০০) = ৩৬,৪৫,৭৮০ টাকা।

- পিপিআর-২০০৩ এর ১৮(১) ধারা অনুযায়ী মূল চুক্তি মূল্যের অনধিক ১৫% পর্যন্ত রিপিট অর্ডার প্রদানের বিধান থাকলেও উল্লিখিত ক্রয়ের ক্ষেত্রে ১০০% রিপিট অর্ডার প্রদান করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- জরুরী ভিত্তিতে ঔষধ সরবরাহের জন্য প্রতিষ্ঠানের প্লানিং শাখার চাহিদা অনুযায়ী ৩টি ঋণ পত্রের বিপরীতে রিপিট অর্ডারের মাধ্যমে ক্রয় কমিটি-১ এর সুপারিশ অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আমদানী করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব বাস্তবতার আলোকে বিবেচনাযোগ্য নয়। কারণ ১ম ক্রয়ে ২য় সর্বনিম্ন দরদাতা এবং ৫ম ক্রয়ে ৬ষ্ঠ সর্বনিম্ন দরদাতা হওয়া সত্ত্বেও মেসার্স হিরণ অরগোকেম লিঃ, ইন্ডিয়া এর নিকট হতে কাঁচামাল ক্রয় করা হয়েছে। ২য় ৩য় ও ৪র্থ ক্রয়ের সময় টেন্ডার আহবান না করে রিপিট অর্ডারের মাধ্যমে একই প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে একই কাঁচামাল ক্রয় করায় মূল্য পার্থক্য জনিত কারণে উক্ত ক্ষতি হয়েছে।

- উক্ত ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৬-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২০-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারী পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ক্ষতির জন্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-৭।

শিরোনাম ঃ সরবরাহকারী পার্টি কর্তৃক ৬৮২৭.৪০৫ কেজি মালামাল কম সরবরাহ করা সত্ত্বেও পূর্ণ মালের বিল পরিশোধ করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ৬০,৭২,৯৪১/- টাকা।

বিবরণ ঃ

এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিঃ, তেজগাঁও, ঢাকা এর ২০০৬-০৭ সালের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে বিল ভাউচার, ক্রয় রেজিষ্টার ও এম আর আর পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- সরবরাহকারী পার্টি ৬০,৭২,৯৪০.৭৭ টাকা মূল্যের ৬৮২৭.৪০৫ কেজি মালামাল কম সরবরাহ করা সত্ত্বেও তাদেরকে কার্যাদেশে বর্ণিত পূর্ণ মালের বিল পরিশোধ করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি সংঘটিত হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "চ" এ দেখানো হলো)।
- প্রতিষ্ঠানে বর্ণিত ১১ টি প্রতিষ্ঠানকে মালামাল সরবরাহের জন্য কার্যাদেশ দেওয়া হয়।
- এক্ষেত্রে কার্যাদেশের শর্ত পরিপালন না করে ৬৮২৭.৪০৫ কেজি মালামাল কম সরবরাহ করা হয়েছে।
- উক্ত ৬৮২৭.৪০৫ কেজি মালামাল কম প্রাপ্তি সত্ত্বেও সরবরাহকারীদেরকে উক্ত মালামালের মূল্য বাবদ ৬০,৭২,৯৪০.৭৭ টাকা পরিশোধ করা হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- কর্তৃপক্ষ জবাবে জানান যে, এ বিষয়ে ইতিমধ্যে বর্তমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেছেন। তাদের প্রতিবেদন মোতাবেক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- মালামাল কম প্রাপ্তির কারণে ক্ষতিজনিত অর্থ সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় যোগ্য।
- উক্ত ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৬-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২০-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারী পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-৮।

শিরোনাম ঃ অনিয়মিতভাবে কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদেরকে উৎসাহ বোনাস প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ৯২,৪৩,৬০২/- টাকা।

বিবরণঃ

এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিঃ, তেজগাঁও, ঢাকা এর ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে বিল, ভাউচার, সাবসিডিয়ারী লেজার ও বোনাস স্কীম পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদেরকে অনিয়মিতভাবে উৎসাহ বোনাস প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ৯২,৪৩,৬০২/- টাকা ক্ষতি সংঘটিত হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ছ" এ দেখানো হলো)।
- সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা , কর্মচারী ও শ্রমিকদেরকে কোনরূপ আর্থিক সুবিধা প্রদান করতে হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করা আবশ্যক। ইহা একটি সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠানটি ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে মাত্র ২৪,০০,০০০ টাকা লাভ প্রদর্শনপূর্বক বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে ৯২,৪৩,৬০২.০০ টাকা উৎসাহ বোনাস প্রদান করেছে।
- এক্ষেত্রে লাভের ৪ (চার) গুন উৎসাহ বোনাস প্রদান করা হয়েছে।
- উৎসাহ বোনাস প্রদানের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- জবাবে জানানো হয় যে, কোম্পানীর ১০০% সরকারী মালিকানা হলেও ইহা মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস এর নিয়মে চলে বিধায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ নিয়মানুযায়ী সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা , কর্মচারী ও শ্রমিকদেরকে পে-স্কেলের নির্ধারিত আর্থিক সুবিধার অতিরিক্ত কোনরূপ আর্থিক সুবিধা প্রদান করতে হলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করা আবশ্যক।
- উক্ত ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৬-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২০-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারী পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মিতভাবে পরিশোধিত ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-৯।

শিরোনাম ঃ সিএন্ডএফ এজেন্টের কমিশন হতে সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি ২,০০,৯৩৭/- টাকা।

বিবরণঃ

এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিঃ, তেজগাঁও, ঢাকা এর ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের বিশেষ নিরীক্ষাকালে মেসার্স ট্রেড ক্লিপার্স কার্গো লিঃ সিএন্ডএফ কমিশনের বিল ভাউচার পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- সিএন্ডএফ এজেন্টের কমিশন হতে সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় ২,০০,৯৩৭/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "জ" এ দেখানো হলো)।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস আর ও নং-১৭৩ -আইন/২০০৪/৪১৯ মূসক তারিখ ১০/৬/০৪ অনুযায়ী সিএন্ডএফ এজেন্টের কমিশন হতে ১৫% হারে ভ্যাট কর্তনযোগ্য।
- স্থানীয় প্রতিষ্ঠান উক্ত আদেশ লংঘন করে সিএন্ডএফ এজেন্টের কমিশন হতে ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের ২,০০,৯৩৭/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বিল অব এন্ট্রির মাধ্যমে বোর্ড কর্তৃপক্ষ আদায় করে বিধায় ভ্যাট আদায় করা হয় না।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস আর ও নং-১৭৩ -আইন/২০০৪/৪১৯ মূসক তারিখ ১০/৬/০৪ লংঘন করে সিএন্ডএফ এজেন্টের কমিশন হতে ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়নি।
- উক্ত ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৬-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২০-১০-২০০৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারী পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সরকারী নির্দেশ মোতাবেক ১৫% ভ্যাট আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১০।

শিরোনাম ঃ কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিকদেরকে অতিরিক্ত হারে বাড়ী ভাড়া ভাতা প্রদান করায় ক্ষতি ১৩,৩৯,১২৭/- টাকা ।

বিবরণঃ

এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিঃ, বগুড়া এর ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের বিশেষ নিরীক্ষাকালে বেতন বিল ও ভাউচার পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং শ্রমিকদের অতিরিক্ত হারে বাড়ী ভাড়া ভাতা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ১৩,৩৯,১২৭.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঝ" এ দেখানো হলো)।
- জাতীয় বেতন স্কেল-২০০৫ এ উল্লেখ রয়েছে যে বিভাগীয় শহর যথাঃ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট শহরে বেতনের যে হারে বাড়ী ভাড়া ভাতা নির্ধারণ করা হয়েছে জেলা শহরে অর্থাৎ মফস্বল শহর গুলোতে ৫% কম হারে বাড়ী ভাড়া ভাতা নির্ধারিত আছে।
- এক্ষেত্রে উক্ত আদেশের ব্যত্যয় ঘটিয়ে এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিঃ, বগুড়া এর কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিকদেরকে বিভাগীয় শহরে ঢাকার সমহারে বাড়ী ভাড়া ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- কর্তৃপক্ষ জবাবে জানান যে, বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে বেতনের সহিত ঢাকার সমহারে বাড়ী ভাড়া ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ ঢাকার বাড়ী ভাড়া ও বগুড়ার বাড়ী ভাড়া এক হতে পারে না। জাতীয় বেতন স্কেলের সহিত সামঞ্জস্য রেখে ঢাকা অপেক্ষা বগুড়া অর্থাৎ মফস্বল শহরে বাড়ী ভাড়া ভাতা ৫% কম হারে নির্ধারণ না করায় উক্ত ক্ষতি হয়েছে।
- উক্ত ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৬-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২০-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারী পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অতিরিক্ত ৫% হিসাবে প্রদত্ত বাড়ী ভাড়া ভাতা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের নিকট থেকে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১১।

শিরোনাম ঃ প্রাধিকার বহির্ভূত কর্মকর্তাদের ডমেস্টিক এইড এলাউন্স প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ৪,১৭,৭০০/- টাকা।

বিবরণঃ

এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিঃ এর ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের বিশেষ নিরীক্ষাকালে লেজার, বেতন বিল রেজিষ্টার, ক্যাশ ভাউচার পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- অনিয়মিতভাবে প্রাধিকার বহির্ভূত কর্মকর্তাদের ডমেস্টিক এইড এলাউন্স প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের (ঢাকা+বগুড়া) ৪,১৭,৭০০/- টাকা ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঞ" এ দেখানো হলো)।
- জাতীয় বেতন স্কেল-২০০৫ এর বিধান লংঘন করে এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিঃ এর উপ-ব্যবস্থাপক পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে পর্যন্ত ডমেস্টিক এইড এলাউন্স প্রদান করা হয়েছে।
- সরকারী বিধান লংঘন করে প্রাধিকার বহির্ভূত কর্মকর্তাদের ডমেস্টিক এইড এলাউন্স প্রদান করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- এ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীগণের আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী একটি ১০০% সরকারী প্রতিষ্ঠান বিধায় কোন আর্থিক সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন দরকার।
- উক্ত ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৬-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২০-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারী পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মিতভাবে প্রদত্ত সমুদয় ভাতা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১২।

শিরোনাম ঃ বিধিবহির্ভূতভাবে কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদেরকে সিটি এলাউন্স প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ১০,৩১,৬৬২/- টাকা।

বিবরণঃ

এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিঃ, তেজগাঁও ঢাকা এর ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের বিশেষ নিরীক্ষাকালে বিল ভাউচার ও লেজার পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বিধিবহির্ভূতভাবে কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদেরকে সিটি এলাউন্স নামে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ১০,৩১,৬৬২.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি সংঘটিত হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ট" এ দেখানো হলো)।
- নিয়মানুযায়ী সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের বেতন কাঠামো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির ১০০% মালিক সরকার হওয়া সত্ত্বেও অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা হিসাবে সিটি এলাউন্স প্রদান করার ক্ষেত্রে সরকারের কোন অনুমোদন নেওয়া হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- এই প্রতিষ্ঠানটি সরকারী বেতন শাখার অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় কোম্পানীর অনুমোদিত বেতন ভাতার আওতায় সিটি এলাউন্স প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ ইডিসিএল এর কর্মচারী ও শ্রমিকদেরকে যেহেতু উচ্চহারে বেতনের সহিত বাড়ী ভাড়া ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে সেহেতু বেতনের সহিত সিটি এলাউন্স প্রদানের অবকাশ নেই।
- উক্ত ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৬-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২০-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারী পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৩।

শিরোনাম ঃ ইফতার অনুষ্ঠানের নামে ড্যাবকে অনিয়মিতভাবে চাঁদা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ১,৫০,০০০/- টাকা।

বিবরণঃ

এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিঃ, তেজগাঁও ঢাকা এর ২০০৬-০৭ সালের বিশেষ নিরীক্ষাকালে ক্যাশ ভাউচার, ক্যাশ বহি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- ইফতার অনুষ্ঠানের নামে ড্যাবকে (ডক্টরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ) চাঁদা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ১,৫০,০০০/- টাকা ক্ষতি হয়েছে।(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঠ" এ দেখানো হলো)।
- অনিয়মিতভাবে ড্যাব এর সাধারণ সম্পাদক ডাঃ নাজমুল হুদা বিপ্লবকে চাঁদা হিসাবে ১,৫০,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত চাঁদা সরকারের আর্থিক নীতির পরিপন্থী এবং আদায়যোগ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- কোম্পানীর মেমোরেন্ডামের ৭৪ ধারা মোতাবেক প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ অনিয়মিতভাবে ড্যাবকে চাঁদা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়েছে এবং কোম্পানীর মেমোরান্ডামের ৭৪ ধারায় উক্ত ক্ষমতা বাবস্থাপনা পরিচালককে দেয়া হয়নি।
- উক্ত ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৬-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২০-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারী পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৪।

শিরোনাম ঃ কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদেরকে ইফতারের নামে আর্থিক সুবিধা প্রদান করায় ক্ষতি ১২,২১,০৯০.০০ টাকা ।

বিবরণঃ

- এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিঃ, তেজগাঁও ঢাকা এর ২০০৬-০৭ সালের বিশেষ নিরীক্ষাকালে বিল ভাউচার হতে পরিলক্ষিত হয় যে, অনিয়মিতভাবে কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদেরকে ইফতারের নামে আর্থিক সুবিধা প্রদান করায় ১২,২১,০৯০.০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ড" এ দেখানো হলো)।
- ইফতার ভাতা প্রদানের বিষয়টি আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন ও মেমোরেন্ডাম (ক) বগুড়া অফিসে ২০৬,০০০.০০ টাকা এবং অনুরুপভাবে (খ) ঢাকা অফিসে ১০,১৫,০৯০.০০ টাকা ইফতার ভাতা বাবদ নগদ প্রদান করা হয়েছে।
- কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে বেতনের অতিরিক্ত কোনরুপ আর্থিক সুবিধা প্রদান করতে হলে মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে উক্ত নিয়ম পরিপালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- কর্তৃপক্ষ জবাবে জানান শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধ্যাদেশ ২৬ (৩) ধারার বিধান মোতাবেক সিবিএর সহিত কর্তৃপক্ষের দাবী দাওয়ার চুক্তি মোতাবেক উক্ত টাকা প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ শ্রমিক ওয়েজ বোর্ড-২০০৫ এ ইফতার ভাতা প্রদানের বিধান রাখা হয়নি বিধায় আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্টদের নিকট থেকে আদায়যোগ্য।
- উক্ত ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৬-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২০-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারী পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সংশ্লিষ্টদের নিকট থেকে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১৫।

শিরোনাম ঃ উৎপাদনের তুলনায় জনবলের বেতন ভাতা ওভার হেড খরচ অধিক হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ২,৮১,৮৭,৫৫৪.০০ টাকা ।

বিবরণঃ

- এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিঃ, বগুড়া এর ২০০৬-০৭ সালের বিশেষ নিরীক্ষাকালে উৎপাদন রেজিষ্টার, খরচের লেজার ওভারহেড সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র হতে পরিলক্ষিত হয় যে, উৎপাদনের তুলনায় বেতন ভাতা ও অন্যান্য খরচ অধিক হওয়ায় উপরোক্ত ক্ষতি সংঘটিত হয়েছে। তুলনামূলক বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

বৎসর	উৎপাদন (পরিমান টাকার)	বেতন ভাতা ওভার হেড খরচ (টাকা)
২০০৪-০৫	৩১,৭৮,৯৩,১৫২/-	৪,৬৯,৫৫,৫৯২/-
২০০৫-০৬	২৫,৬০,০৬,৯৫৫/-	৬,০৬,৭৬,১৬৩/-
২০০৬-০৭	১৮,২০,২৭,০৬০/-	৭,৫১,৪৩,১৪৬/-

- ২০০৪-০৫ সালের তুলনায় ২০০৫-০৬ সালে টাকার অংকে উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে ১৯.৫৮% কিন্তু ওভারহেড খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৯.২২%। ২০০৬-০৭ সালে উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে ২৮.৯০% কিন্তু খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৩.৮৪%।
- এক্ষেত্রে ২০০৪-২০০৫ সালের তুলনায় ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ সালে উৎপাদন হ্রাস এবং বেতন ভাতা ও ওভারহেড খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্ষতি হয়েছে যথাক্রমে ১৩,২০,৫৭১/- ও ১,৪৪,৬৬,৯৮৩/- টাকা অর্থ্যাৎ একুনে ২,৮১,৮৭,৫৫৪/- টাকা।
- অর্থ্যাৎ উৎপাদন যেখানে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে সেখানে ওভারহেড খরচ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- জবাবে জানানো হয় যে, সেট আপের অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ এবং পে-স্কেল প্রদানে খরচ বেশী হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সেট আপের অতিরিক্ত জনবল নিয়োগের বিধান না থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ ও উৎপাদন হ্রাস হওয়ার কারণে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- উক্ত ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৬-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২০-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারী পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উৎপাদন হ্রাস এবং সেট আপের অতিরিক্ত জনবল নিয়োগের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত
এ কে এম জসীম উদ্দিন
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০০৯/১০-৩৩০৫কম/এ-৭০০ বই-২০০৯।